গাধা, গাধা আর গাধা, গাধাদের আগমন শুভে"ছা স্বাগতম

সদেরা সুজন

ইদানীং মন্ট্রিয়লের পাতাল রেল বেশ উন্নত হয়েছে। যাত্রীদের সেবার মান উন্নয়নে মেট্রো কতৃপক্ষ বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে যা সত্যিই প্রশংসনীয়। প্রতিদিন সকালে যাত্রীদের হাতে তুলে দি"ছ ফ্রি একটি টেবলয়েড সাইজের পত্রিকা যাতে রয়েছে প্রতিদিনের সংবাদ-বিশ্ব সংবাদসহ আবহাওয়া খেলাধুলা-বিনোদন আর কত কী। এছাড়াও মেট্রো কতৃপক্ষ মন্ট্রিয়লের গুর"ত্বপুর্ন মেট্রো ষ্টেশনে এবং জংসনগুলোতে মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে বিশাল স্ক্রীনগুলোতে রয়েছে বিরতীহীন পরিবেশনা। সেখানে থাকছে ক্যানাডার সংবাদ, আন্জর্তিক সংক্ষিপ্ত সংবাদ, আবহাওয়া, মেট্রো চলাচলের সময়, নির্দেশনাসহ আরো কত কি। বিশ্বের গুর"ত্বপুর্ণ সংবাদগুলো তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ করা হয়।

যাক্ আমার কর্মস্থলে যাওয়া-আসার একমাত্র বাহন মেট্রো। মন্ট্রিয়ালের অধিকাংশ মানুষই মেট্রোতে চলাচল করেন কারণ গাড়ীর পার্কিংএর অসুবিধা যানজটমুক্ত নিরাপদ এবং তাড়াতাড়ি কর্মস্থলে পৌছার কারণে। মেট্রো ভিশনের বিশাল স্ক্রীনে দেখেছি বাংলাদেশে হরতালের সময় গুনধর পুলিশ বাহিনীর নারী নির্যাতনের দৃশ্য, দেখেছি লঞ্চ ডুবির দৃশ্য, ভারত ও জাপানের ট্রেন দুর্ঘটনা, সেদিন দেখলাম বাংলাদেশের সাভার ট্রাজেডি ভয়াবহভাবে ধসে পড়া ৯তলা ভবনের দৃশ্য মানুষের মৃত্যু যন্ণা আর ধ্বংস স্তূপের পাশে স্বজনদের আর্তক্রন্দনের ছবি। একই সাপ্তাহে বাংলাদেশের মর্মান্কিভাবে ধসেযাওয়া ভবনের ছবির পাশাপাশি ছিলো কিছু অদ্ভুত সংবাদ বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিকের ইন্টারনেট সংস্করনে। দেখলাম বাংলাদেশে গাধা আমদানী করা হয়েছে এবং অন্য এক সংবাদে দেখলাম বাংলাদেশের বর্তমান যুবরাজ বগুড়ার রাজপথে বাইসাইকেল চালিয়ে জনতার সঙ্গে হাত মিলা"ছন আরা বাংলাদেশের পুলিশ সামনে পিছনে রাইফেল নিয়ে দৌঁড়ে দৌঁড়ে প্রানান্ হয়ে তাকে নিরাপত্তা দি"ছ। কি বলবো, প্রবাসের এই হাজারো দুঃখ ও কষ্টকঠিন জীবনে সহস্র যন্ণার মধ্যে এই গাধা আমদানী আর যুবরাজের বাইসাইকেল ভ্রমনের সংবাদে আমার মতো হাজার হাজার পাঠক হয়তো হেসেছেন প্রাণখুলে।

আমাদের বর্তমান জোট সরকার দেশে বিদেশে সবখানে যতই স্বৈরাচারী-তালেবানী মৌলবাদী-সন্সাসী-দুর্নীতিপরায়ন-খুন-ধর্ষণ-হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান-জাতি-উপজাতি ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতনের কলঙ্ক বহন কর"ক না কেন সরকারের একটি দিক অবশ্যই প্রশংসনীয় আর তা হ"ছে পশু প্রেম। এমন পশুপ্রেম এরপুর্বে আর কোনো সরকার দেখাতে পারেনি। আর তাইতো সরকার বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ আদমজী জুটমিলসহ অসংখ্য শিল্পকলকারখানা গার্মেন্টস বন্ধ করে দিলেও ছাগল-হাস-মুরগী-গাধা-কুমীর বন্টন করে সারাদেশে স্বনির্ভর কর্মসুচীর মাধ্যমে উন্নয়নের জোয়ারে ভাসিয়ে দি"ছ। বাংলাদেশে সরকারের নামকরা নিরাপত্তা বাহিনীর নামকরণও করা হয়েছে পশুপ্রেম থেকে যেমন র‍্যাট-ক্যাট-কোবরা- র‍্যাব-ডগ আরো কতোকী! দেশের বিভিন্নস্থানে চলছে কুমীর চাষ। ব্যাঙ চাষতো আমাদের ঐতিহ্যবাহী ব্যবসা। এইতো কিছুদিন পুর্বে পত্রিকায় দেখেছিলাম বাংলাদেশের নদীবক্ষে যখন লঞ্চ ডুবে শত শত মানুষের মৃত্যু হয়েছে তখন নৌ পরিবহন মন্সী বলেছেন 'আল্লার হুকুম হয়েছে তাই লঞ্চ ডুবেছে' পাশাপাশি তিনি বলেছেন লঞ্চ ডুবে নিহতদের পরিবারকে স্বনির্ভর করার জন্য ছাগল দেওয়া হবে। লঞ্চ ডুবি এবং ক্ষতিগ্রস্দের পরিবারে 'ছাগল প্রজেক্ট' এর ব্যাপারে মাননীয় নৌ পরিবহণ মন্সীকে সাংবাদিক সম্মেলনে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করলে তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেন সাংবাদিককে 'ছাগল সাংবাদিক' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন ফলে অন্য এক সাংবাদিক অবশ্য রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে আর অভিমানে বলে দিয়েছেন 'আমরা নাহয় ছোটখাটো ছাগল সাংবাদিক কিন্তু আপনারাতো রামছাগল মন্সী'। বাংলাদেশে সম্প্রতি প্রচুর গাধা আমদানী করা হয়েছে। এক সময় যখন দেশে রাস্ঘাট ছিলো না গাড়ী-ঘোড়া ছিলোনা তখন মানুষ গাধা দিয়ে বহন কাজ চালাতো, তাহলে আমরা আবার সেই যুগে চলে যা"ছি? পৃথিবী যখন এগিয়ে যা"ছে যখন বিশ্বের অত্যাধুনিক বৃহত্তম জাম্বো জেটের উড্ডয়ন করছে আমরা তখন গাধার যুগে চলে যা"ছি, এমন সুসংবাদ আর কী হতে পারে। সরকার বলেছে চট্টগ্রামের পাহাড়ী রাস্ায় চলাচলের জন্য এসব গাধাদের আনা হয়েছে ভবিষ্যতে আরো আনা হবে এবং প্রজনেনর মাধ্যমে তা বন্টন করা হবে। বাংলাদেশের মসনদে যেখানে রয়েছে হায়নার গডফাদার যুদ্ধাপরাধী মত্যারাজাকাররা সেখানে গাধার আমদানী সেটাতো স্মরণকালের সবচেয়ে সুসংবাদ।

বাংলাদেশে যখন মুণিষ্য জাতির জন্য রয়েছে জন্মনিয়ন্ন ব্যবস্থা এবং দেশের জন্মনিয়ন্ন অধিদপ্তর, এখন থেকে সেই অধিদপ্তর গাধা জন্ম প্রজনন উন্নয়ন দপ্তর হিসেবে রূপান্রীত হবে। এই গাধাদের জন্য আনা হবে স্পেশ্লশাল ভায়াগ্রা যাতে গাধাদের প্রজনন ক্ষমতা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। একদিন দেখা যাবে গাধাই হবে আমাদের উন্নয়নের ছাবিকাঠি। হাজার-হাজার; লাখ-লাখ; কোটি-কোটি, শতকোটি গাধায় ছেয়ে যাবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সর্বক্ষেত্রে দেখা যাবে গাধা-গাধা আর গাধা। আমরা গাধা রফতানী করে বছরে কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আমদানী করবো, এরচেয়ে খুশীর সংবাদ আর কী হতে পারে। ব্রেভো বাংলাদেশ। একদিন এই গাধা হবে জাতীয়তাবাদী বহুমখী উন্নয়নের প্রতিক। এই গাধা দিয়ে হরতালের বাধা দেওয়া হবে। এই গাধা দিয়ে ক্রসফায়ারের লাশ বহন করা হবে। এই গাধা ছড়ে পুলিশ যাবে আন্দোলন ঠেকাতে। এই গাধা ছড়ে পুলিশ যাবে যুবরাজের বাইসাইকেল ভ্রমনের নিরাপত্তা দিতে। এই গাধারা তৈরী করবে বাংলাদেশের নতুন ইতিহাস। এই গাধারা টেন্ডারবাজী করবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হবে জাতীয় সঙ্গীত বদলানোর চেষ্টা করবে। এই গাধারা রাতারাতি আলাদীনের আশ্চয্য প্রদীপের মতো শতকোটি টাকার মালিক হবে। একদিন সরাসরি গাধার নিয়ন্ণে চলে যাবে দেশ। গাধাদের সম্মেলন হবে, প্রতিনিধি সম্মেলন, গাধাদের গ্রাম সরকার-ইউনিয়ন সরকার থানা সরকার জেলা সরকার বিভাগীয় সরকার আরো কত কী! গাধাদের পোষ্টার-ছবি-ব্যানার-ফ্যাষ্টুনে ছেয়ে যাবে তাবৎ দেশ টেকনাফ থেকে তেতুঁলিয়া, গ্রাম-গ্রামান্র, শহর-বন্দর রাজপথ থেকে অলিগলি সবখানে। গাধার সম্স্লাদনায় প্রকাশ হবে 'গাধাকিলাব' 'গাধাগ্রাম, 'আসেআসেগাধা' 'গাধারজমীন' 'গাধারদেশ' 'গাধার দিগন্' চ্যানেল গাধা আরো কত কি? একই সুরে কথা বলবে সব গাধারা, দাড়িওয়ালা খ"চর গাধা (সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের ইনকিলাব পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা রাজাকার মান্নানকে উদ্দেশ্য করে দেওয়া উক্তি থেকে) থেকে লম্স্লট ভিসি পতিতা লেখক গাধার উন্মাদনায় কাঁপবে বাংলাদেশ। মুনিষ্যজাতিকে গ্রেনেড আর বোমা হামলা করে হত্যা করে একে একে ভোটারবিহীন নির্বাচনে নির্বাচিত হবে গাধারা, গাধার রাজত্বে।

আসুন আমাদের এই কীংবদন্তীতুল্য ঐহিত্যবাহী ঐতিহাসিক মাননীয় গাধাদের শুভাগমনে আমরা একটু আন্রিক অভিবাদন জানাই মিছিলসহকারে, শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরীত করি বাংলার আকাশ-বাতাস 'গাধাদের আগমন শুভে"ছ্য স্বাগতম' 'গাধা ভাই-গাধা বোন- জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ' 'গাধা তোমরা এগিয়ে চলো আমরা আছি তোমাদের পাশে' 'এক গাধার গর্ভ থেকে লক্ষ গাধার জন্ম নিবে'।

মন্ট্রিয়ল ৩০/৪/২০০৫

সদেরা সুজন/ ফ্রিল্যান্স সংবাদপত্র কর্মী